দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 2 3 MAR 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

সাবেক ভিসিদের লোপাট করা অর্থ ফিরিয়ে আনতে স্থায়ী বিচার বিভাগীয় কমিশন হচ্ছে

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

রিয়াজ চৌধুরী : পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসিরা নানা দুর্নীতি করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন। অপরাধ প্রমাণ হওয়ার পরও তাদের শাস্তির আওতায় আনা যাচ্ছে না। তাই দুর্নীতিবাজ সাবেক ভিসিদের আত্মসাতকৃত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত আনতে 'স্থায়ী বিচার বিভাগীয় কমিশন' গঠনের উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এজন্য শিগগিরই প্রধান বিচারপতি এম এম রুহুল আমিনের নিকট অনুরোধপত্র পাঠানো হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, নানা চেষ্টা-তদবির করেও সরকার সাবেক দুর্নীতিবাজ ভিসিদের আত্মসাতকৃত অর্থ ফেরত পেতে ব্যর্থ হয়েছে। দুর্নীতিবাজ ভিসিদের বেশিরভাগই নিজ পদ থেকে ডেপুটেশনে ভিসি পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন।

পৃঃ ১৫ কঃ ২

সাবেক ভিসিদের লোপাট করা

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

মেয়াদ শেষ, অব্যাহতি অথবা পদত্যাগ করে তারা আবার আগের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ পদে ফেরত এসেছেন। নির্বিঘ্নে পুনরায় চাকরী করছেন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ আত্মসাতের পাশাপাশি, ঘুষের বিনিময়ে চাকরী প্রদান, অ্যাডহক নিয়োগের মাধ্যমে উৎকোচ গ্রহণ, ঠিকাদারি কাজে উৎকোচ, উপঢৌকন ও বিশেষ সুবিধা গ্রহণ, টেন্ডার ছাড়া কেনাকাটা, প্রাপ্যতার অধিক জ্বালানি তেল খরচ দেখিয়ে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও কলেজ কাজের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এমনকি অনেকে আবার নিজ মালিকানাধীন বাড়ি ও ফ্ল্যাট বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে 'ভিসির বাসভবন কাম ঢাকার অফিস' হিসেবে ভাড়া নেওয়া হয়েছে দেখিয়ে মাসে মাসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৫০ হাজার বা তদূর্ধ্ব টাকা উঠিয়ে নিয়েছেন, সরকারি তদন্তে তা প্রমাণিত হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত দুর্নীতির অভিযোগে শাস্তি পাওয়ার কোন নজির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের নেই। বিগত দিনগুলোতে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া ভিসিদের প্রায় সকলের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সেগুলোর তদন্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। ইউজিসির এ সব প্রতিবেদনে বেশিরভাগ ভিসির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তবে তাদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এমন সাবেক ভিসিদের মধ্যে রয়েছেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি এরশাদুল বারী, টাঙ্গাইল মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি খলিলুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ফাইসুল ইসলাম ফারুকী, শেরে-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এ এম ফারুক, দিনাজপুরের হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মোশাররফ হোসাইন মিঞা, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক দুই ভিসি ওয়াহেদ-উ-জ্জামান ও আবদুল লতিফ মাসুম এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মোসলেহ উদ্দিন আহমদ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির একাধিক তদন্তে তাদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের এ অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. এম এরশাদুল বারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ সরকারি একাধিক তদন্তে প্রমাণিত হয়। এরপর গত অক্টোবরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও মামলা করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) এ সংক্রান্ত নথি পাঠানো হয়। এক মাস পর দুদক থেকে নথিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। নথিতে জানানো হয়, ড. এরশাদুল বারী কোন সরকারি কর্মচারী নন। তাই বিষয়টি দুদকের এখতিয়ারভুক্ত নয়। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার (ড. বারী) বিরুদ্ধে মামলা করার নির্দেশ দেয় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। গত ছয় মাসেও এ নির্দেশ প্রতিপালিত হয়নি।

একইভাবে, টাঙ্গাইলে অবস্থিত মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি খলিলুর রহমানের বিরুদ্ধেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ একাধিক তদন্তে প্রমাণিত হয়। এ সংক্রান্ত প্রমাণাদি ও নথিপত্র দুদকে পাঠালে একই জবাব দিয়ে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠানো হয়। ড. খলিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের শিক্ষক হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ঢাবি ভিসিকে নির্দেশ দেওয়া হয় ড. খলিলের বিরুদ্ধে মামলা করা জন্য। কিন্তু এখনো ড. খলিলের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়নি বলে জানা গেছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, 'দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পরও নানা কারণে সাবেক ভিসিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। আত্মসাতকৃত অর্থও ফিরিয়ে নেওয়া রীতিমত দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়েছে। এ কারণেই 'স্থায়ী বিচার বিভাগীয় কমিশন' গঠনের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে প্রধান বিচারপতি বরাবরে একটি অনুরোধপত্র দেওয়া হবে।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কমিশনের বিচারপতির সংখ্যা একজন বা তিনজন হতে পারে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া, বিচারপতির সংখ্যা এবং কার্যপরিধি (টার্মস অব রেফারেন্স) প্রধান বিচারপতির ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি যেভাবে ভাল মনে করবেন সেভাবে তা ঠিক করবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি এ কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা দেবে। কমিশনটি স্থায়ীভাবে কাজ করবে। কমিশনের কোন বিচারপতির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তার স্থলে নতুন কোন বিচারপতিকে মনোনয়ন দেবেন প্রধান বিচারপতি। কেবল সাবেক ভিসিদের নয়, বর্তমান কর্মরত ভিসিদের বিরুদ্ধে গুরুতর কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে এ কমিশন তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।